দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কমে যাচ্ছে বিদেশী শিক্ষার্থীদের আগমন

মোঃ রাজিবুর রহমান

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম সেরা কৃষি শিক্ষার বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাকৃতিক অপরূপ রং ও রূপে সজ্জিত এবং নিবিড় ক্যাম্পাস দেশের বাইরের বিদেশ বিভুঁইয়ের শিক্ষার্থীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তদুপরি কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শতাব্দীর এক গৌরবোজ্জ্বল পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, উগান্ডা, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজ খরচে এখানে লেখাপড়া করে কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে গর্ববোধ করত। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের এই প্রতিষ্ঠানের স্রোতধারা এখন আর নেই বললেই চলে। বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্লোবালাইজেশনের যুগে এর আধুনিকায়ন ও ক্রমবিকাশ ছিল অনিবার্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি বললেও ভুল হবে না। কারণ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের গবেষণাগার ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার আজও দৃশ্যমান। বরং আগের অনেক যন্ত্রপাতির ভগ্নদশা অগ্রগতিকে পিছিয়েই দিচ্ছে। সময়োপযোগী আধুনিক শিক্ষা কারিকুলাম ও গবেষণার যন্ত্রপাতি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় আর বিদেশীদের ডেকে এনে নিজের সম্মান নষ্ট করতে চায় না। বরং যারা এককালে আমাদের দেশের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করত, এখন আমরা তাদের দেশে গড়ে ওঠা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াই শ্রেষ্ঠতর ভাবি। কারণ আমাদের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের মতো হলেও কয়েক দশকে তাদের উন্নয়ন হয়েছে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদেশীদের করে তুলেছে ভীত ও সন্ত্রস্ত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আর আগের মতো নেই। দূরদূরান্তের দেশগুলো থেকেও আর শিক্ষার্থীরা আসে না। এক সময় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হলেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার কারণে তা অনেকের কাছে আধো আধো। এছাড়া এক সময়ের সেশনজট তাদের আরও অনাগ্রহী করে তোলে। বর্তমানে সেশনজট অনেকাংশে নিরসন হলেও হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া বড়ই মুশকিল।

নদী না থাকলেও নদীর ধারা থাকে। এ কথার সূত্র ধরেই বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আগমন আজও আছে, তবে তা পার্শ্ববর্তী দু'একটি প্রতিবেশী দেশের। বিভিন্ন বর্ষের এখন বর্তমানে ২১ জন ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করে যাদের সবাই তাপাই নেপালী। এছাড়া দু'একজন ভারতীয় ও অন্যান্য দেশেরও আছে। মোট ২১ জনের মধ্যে ভেটেরিনারি স্নাতকে ১২ জন ও মাস্টার্সে ১ জন, ফিসারিজ স্নাতকে ১ জন এবং কৃষি প্রকৌশল স্নাতকে ৮ জন ও মাস্টার্সে ২ জন। থাই ছাত্র সুনিল গুরোং জানান, তিনি এআইটি-এর মাধ্যমে থাইল্যান্ড থেকে একুয়াকালচারের বিভিন্ন বিষয় গবেষণা করছেন।

বিদেশী প্রায় সকল ছাত্রই শাহজালাল হলের আবাসিক ছাত্র। তবে নেপালী কন্যা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠার মতো মেয়েরা থাকে সুলতানা রাজিয়া অথবা তাপসী রাবেয়া হলে। তবে তারা সকলেই জানায়, বাংলাদেশীদের ব্যবহারে তারা মুগ্ধ। তবে বিদেশে বিভুঁইয়ে এসে তারা প্রিয়জনের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে। প্রতি বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে এবং ঈদের ছুটিতে তারা বাড়ি যায়। কারণ নেপালের মতো দেশে গিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৩ দিন। তাই বাড়ি যেতে বড় ছুটি চাই। নেপাল থেকে আগত প্রায় সকলেই ভেটেরিনারি ও কৃষি প্রকৌশল অনুষদে পড়ে। কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করে, এ দুটি অনুষদ থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের সেদেশে চাকরির বাজার রমরমা। তাছাড়া কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে ডিগ্রীর জন্য সেদেশে প্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়াও নেপালী ছাত্র কামরুল্লাহ আনসারী জানায়, এদেশে শিক্ষার মান দিন দিন কমে যাচ্ছে।

বিদেশীদের আগমন কমে গেলেও তা বাড়ানোর কোন উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কোর্স কারিকুলাম যুগোপযোগী করা, আধুনিক গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা এবং সেশনজট নিরসনের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করেই কেবল বিদেশ বিভুঁইয়ের উজ্জ্বল মেধাবীদের ডেকে আনা সম্ভব।